দৈনিক সংবাদ

077

তারিখ 18 MAR 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

চারুকলা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গত ১৮-৮-১৯৮৩ ইং সরকারী নির্দেশে বাংলাদেশ সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয়। বিষয়টি দেয়া-নেয়া করেন মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বাংলাদেশ এবং রেজিষ্ট্রার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই ব্যাপারে কর্মচারীদের নিকট থেকে কোন মতামত নেয়া হয় নেই। উক্ত মহাবিদ্যালয়ের ৩য় ও চতুর্থ শ্রেণী নন-গেজেটেড কর্মচারিগণ তাদের সরকারী চাকরিকাল ও বিশ্ববিদ্যালয় চাকরিকাল একত্রীকরণ করার জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারীর ন্যায় সমমানের পদের বেতন পাইতে বহু আবেদন-নিবেদন করি। কিন্তু এ যাবৎ তার কোন সমাধান হয়নি। অনেক কর্মকর্তাই আমাদের মৌখিক আশ্বাস প্রদান করেছিলেন। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়েরও অনেক কর্মকর্তা বদলি হয়েছেন, অবসর গ্রহণ করেছেন ও ইন্তেকাল করেছেন। ফলতঃ আশ্বাস আর কার্যকর হয়নি। অত্র প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্মচারী অবসর গ্রহণ ও ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তারা সরকারী দেয়। যাবতীয় পাওনা হতে অদ্যাবধি বঞ্চিত থেকে তাদের পরিবারগুলো হতাশার মধ্যে দিন যাপন করছে।

১৯৮৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ ক্যালেণ্ডার পার্ট-১-এ ১১ নং ধারায় ২য় প্যারায় বর্ণিত আছে, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যতদিন কাজ করেছে তার বেতনের ১০% টাকা হারে জমা দিলে তাদের সর্বাধিক ১০ বৎসর কাল চাকরি কাউন্ট করে পেনসন দেয়া হবে। এবং ২২-৬-৮৪তে এর কিছু সংশোধনীতে বলা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যার যত দিন চাকরি হয়েছে তার মোট গ্রস বেতনের ১০% হারে টাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফাণ্ডে জমা দিলে তার পূর্ণ সার্ভিস কাউন্ট করে পেনসন দেয়া যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য, আমরা প্রায় বেশীর ভাগ কর্মচারীই ২০ থেকে ৩০ বৎসর বা তারও বেশীদিন যাবৎ সরকারী চাকরি করেছি। সরকারী গেজেটে প্রকাশ যে, আমরা সরকারী থাকাকালীন সময়ে যে যা পেয়েছি পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়েও তা পেতে থাকব। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের পূর্ব সার্ভিস ধরে পে ফিক্সেশন করেছেন ঠিকই তবে আমাদের পাওনা একটি করে (সিলেকশন গ্রেডের) স্কেল কম প্রদান করা হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছর আমাদের প্রাপ্ত চিত্তবিনোদন ভাতা ও ছুটি দেয়া হয়নি অথচ উক্ত সালের চিত্তবিনোদন ভাতা সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় ফাণ্ডে জমা ছিল। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেন যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩(তিন) বৎসরকাল চাকরি না হলে বা পূর্ব চাকরি কাউন্ট না করা হলে আমরা উক্ত ভাতা পাব না। এমনি আমরা সরকার কর্তৃক দেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছি। সরকার উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারী ও সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রতিষ্ঠানটি হস্তান্তর করেন কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে গ্রহণ করে আমাদের পূর্ব চাকরিকালের কোন নিশ্চয়তা প্রদান ও তার সঠিক কোন উত্তরও দিচ্ছেন না এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছেন। উক্ত কারণে ও কর্মকর্তাগণের গাফিলতির ফলে আমরা আর্থিক, মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। উক্ত ব্যাপারে মাননীয় সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট বহু আবেদন ও যোগাযোগ করেও কোন সুষ্ঠু উত্তর পাইনি।

অতএব, মাননীয় সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও জ্ঞানীগুণী, বুদ্ধিজীবিগণের নিকট আকুল আবেদন এই যে, আমাদের উপরোক্ত বিবরণীর প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি প্রদানপূর্বক অবহেলিত কর্মচারীদের পূর্ণ সার্ভিস কাউন্টসহ চাকরিগত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করে আমাদের বাধিত করবেন।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দ,
চারুকলা ইনষ্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-২।

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)